

বিদ‘আত পরিহার করা দ্বীনে ইছলামের অন্যতম একটি মৌলনীতি

দ্বীনের মধ্যে ‘ইবাদাতের নামে নবসৃষ্ট কাজ (বিদ‘আত) থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা অত্যাবশ্যিক।
বিদ‘আত পরিহার করা দ্বীনে ইছলামের অন্যতম একটি মৌলনীতি।

কেননা, কোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ.^১

অর্থাৎ- তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা তোমাদের জন্য অবতারণিত হয়েছে, তোমরা তাঁর অনুসরণ করো এবং তাঁকে (আল্লাহ) ব্যতীত অন্য কোন সাথীদের অনুসরণ করো না।^২

রাছুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:-

إِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ.^৩

অর্থ- তোমরা সাবধান থেকে নব-উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ থেকে, কেননা ধর্মের মধ্যে প্রতিটি নবসৃষ্ট বিষয়ই হচ্ছে বিদ‘আত।^৪

অন্য হাদীছে ‘আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, রাছুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:-

مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ.^৫

অর্থ- যে আমাদের ধর্ম বিষয়ে (ইছলামী শারী‘য়াতে) এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করবে যা আমাদের ধর্মে (ইছলামে) নেই, তবে তা হবে বর্জনীয়।^৬

‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাছ‘উদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন-

إِيَّاكُمْ وَالتَّبَدُّعَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعَمُّقَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ.^৭

১. سورة الأعراف- ৩

২. ছুরা আল-আ‘রাফ- ৩

৩. رواه أبو داؤد و أحمد و الحاكم

৪. ছুনানু আবী দাউদ, মুছনাদে ইমাম আহমাদ, মুছতাদরাকে হাকিম

৫. رواه البخاري و مسلم

৬. সাহীহ বুখারী ও সাহীহ মুছলিম

অর্থ- সাবধান থেকে তোমরা বিদ‘আত সৃষ্টি থেকে, সাবধান থেকে তোমরা কুৎসা রটনা থেকে, সাবধান থেকে তোমরা অযথা চিন্তা-ভাবনা থেকে এবং তোমরা সহজ সরল স্পষ্ট উন্মুক্ত পন্থা অবলম্বন করো।^৮

ছা‘যীদ ইবনুল মুছাইয়্যিব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَكْثَرَ مِنْ رَكَعَتَيْنِ يُكْتَبُ فِيهَا الرُّكُوعُ، وَالسُّجُودَ فَذَهَابَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ يُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَى الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ.^৯

অর্থ- একদা তিনি দেখলেন যে, একজন লোক সুবহে সাদিক্ হওয়ার পরে অতিরিক্ত রুকু‘ সহকারে দু’ রাক‘আতের চেয়ে বেশি সালাত আদায় করছে, তখন তিনি তাকে নিষেধ করলেন। লোকটি তাঁকে বললো যে, হে আবু মুহাম্মাদ! আল্লাহ তা‘আলা কি আমাকে (এই) নামাযের জন্য শাস্তি দেবেন। উত্তরে তিনি বললেন- না, তবে তোমাকে শাস্তি প্রদান করা হবে ছুন্নাতের ব্যতিক্রম করার জন্য।^{১০}

ইমাম হাছান ইবনু ‘আলী আল বারবাহারী رضي الله عنه বলেছেন- “ধর্মের নামে ছোট-খাটো নবসৃষ্ট বিষয়াদি থেকে সাবধান ও দূরে থাকো। কেননা ছোট-খাটো বিদ‘আতের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকলে তা শেষ পর্যন্ত অনেক বড় ও মারাত্মক হয়ে যায়। মুছলমান সমাজে যত সব বিদ‘আত আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলো প্রথমদিকে নিতান্তই ছোট-খাটো ছিল যা অনেকটা সত্যের অনুরূপ বলেই মনে হতো। তাই অনেকেই প্রতারিত হয়ে ঐ সকল বিদ‘আত অনুসরণ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁরা আর সেই বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারেনি। একপর্যায়ে ঐসব বিদ‘আতকে তারা শারী‘য়াতের তথা দ্বীনে ইছলামের অংশ বলে বিশ্বাস করে রীতিমত তা অনুসরণ ও পালন করতে শুরু করে। এভাবেই ছুন্নাতের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সত্য-সঠিক পথ থেকে দূরে সরে যায় এবং ইছলামের গন্ডি বহির্ভূত হয়ে পড়ে।

অতএব যখনই আপনি কারো কাছ থেকে বিশেষ করে আপনার সম-সাময়িক কোন লোকের কাছ থেকে (শারী‘য়াত সম্পর্কে) কিছু শুনবেন, তখন তাড়াহুড়ো না করে এবং তার কথায় সাঁড়া দেয়ার পূর্বে ভালো করে চিন্তা-ভাবনা করুন (আল্লাহ ছুবহানাছ্ ওয়া তা‘আলা আপনাকে রহম করুন) এবং আহলে ‘ইলমদেরকে (‘উলামায়ে কিরামকে) জিজ্ঞাসা করে সে কথা বা বিষয়ের সত্যতা যাচাই করুন এবং ভালো করে জেনে নিন যে, এতদ্বিষয়ে সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم অথবা আয়িম্যা ও ‘উলামায়ে কিরামের কেউ কিছু বলেছেন কি-না। যদি বিষয়টির স্বপক্ষে তাদের কোন (সাহাবী অথবা কোন ইমাম বা সত্যিকার ‘আলিমে দ্বীনের) অভিমত কিংবা বর্ণনা সঠিকভাবে পাওয়া যায়, তাহলে তা গ্রহণ ও অনুসরণ করুন এবং তা বর্জন না করুন। কেননা

৯. رواه الدارمی وابن بطه بسند صحيح ৯.

৮. দারিমী ও ইবনু বাত্বা উপরোক্ত বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ ছন্দে বর্ণনা করেছেন।

৯. رواه البيهقي ৯.

১০. উপরোক্ত বর্ণনাটি ইমাম বায়হাক্বী رضي الله عنه বর্ণনা করেছেন

এক্ষেত্রে সে বিষয়টিকে লজ্জন বা উপেক্ষা করলে কিংবা তাঁর পরিবর্তে অন্য কিছুকে গ্রহণ করলে দোযখের ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত হতে হবে”।^{১১}

‘উমার ইবনু ‘আব্দিল ‘আযীয رضي الله عنه বলেছেন যে, “রাছুলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم এর নির্দেশিত সত্য-সঠিক পন্থাকে (ছন্নাতকে) বাদ দিয়ে যদি কেউ কোন ভ্রান্ত পন্থকে সঠিক মনে করে অবলম্বন করে বিভ্রান্ত হয়ে থাকে, তাহলে এ বিষয়ে তার কোন ‘উয়্ব-অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না”।^{১২}

হিজরাতের আবাসভূমি মাদীনাহ মুনাওয়রাহ-র প্রখ্যাত ইমাম মালিক ইবনু আনাছ رضي الله عنه বলেছেন:- যে ব্যক্তি এই উম্মাতের (মুছলমানদের) মধ্যে এমন কোন (ধর্মীয়) বিষয় উদ্ভাবন করলো যা ছালফে সালিহীনের رضي الله عنهم পন্থা বহির্ভূত, তাহলে সে যেন মনে করলো যে, রাছুলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم রিছালাতের তথা আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব বা আমানাতের খিয়ানাত করেছেন কিম্বা তা অসম্পন্ন রেখে গেছেন, অথচ আল্লাহ سبحانه وتعالى ইরশাদ করেছেন:-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. ^৩

অর্থাৎ- আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নি‘মাত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইছলামকে তোমাদের জন্যে দীন হিসাবে মনোনীত করলাম।^{১৪}

অতএব যা কিছু সেদিন আল্লাহর سبحانه وتعالى এই পবিত্র ঘোষণার প্রাক্কালে দ্বীনের (ইছলামের) অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তা আজকের দিনেও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত (বা দীন) বলে গণ্য হবে না। পূর্বকার যুগের মুছলমানরা যে পথ অবলম্বন ও অনুসরণ করে হিদায়াতপ্রাপ্ত ও সফলকাম হয়েছিলেন, সেই পথ অবলম্বন ও অনুসরণ ব্যতীত শেষ যুগের মুছলমানরাও হিদায়াতপ্রাপ্ত ও সফলকাম হতে পারবে না।

একদা ইমাম মালিক-কে رضي الله عنه এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল যে, হে আবু ‘আব্দিল্লাহ! (ইমাম মালিক رضي الله عنه এর উপনাম ছিল আবু ‘আব্দিল্লাহ) আমি কোথা থেকে ইহরাম বাঁধবো? তিনি উত্তরে বললেন- “যুলহলাইফা থেকে; যেখান থেকে রাছুলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم ইহরাম বেঁধেছেন। লোকটি বললো যে, “আমি মাছজিদে নাবাওয়ী তথা রাছুলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم এর পবিত্র ক্বাবরের নিকট থেকে ইহরাম বাঁধতে চাই”। তখন তিনি তাকে বললেন যে, “তুমি কখনো তা করো না, কেননা আমি তোমার বিভ্রান্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা করছি”। লোকটি বললো যে, “তাতে আবার বিভ্রান্তির কি আছে? আমি তো শুধুমাত্র কয়েক মাইল বেশি দূরে থেকে

১১. দেখুন! ইমাম বারবাহরী রচিত “শারহু ছুন্নাহ”- পৃষ্ঠা নং- ৬৮

১২. ‘আল্লামা মারুফী রচিত “আছছুন্নাহ”- পৃষ্ঠা নং- ৯৫

১৩. سورة المائدة- ৩

১৪. ছুরা আল মা-য়িদাহ- ৩

ইহরাম বাঁধতে চাইছি”। তখন ইমাম মালিক رضي الله عنه লোকটিকে বললেন:- “এর থেকে মারাত্মক ভ্রষ্টতা-বিভ্রান্তি আর কি হতে পারে যে, তুমি মনে করছো রাছুলুল্লাহ ﷺ তোমার থেকে কম পূণ্য বা মর্যাদা লাভ করেছেন, আর তুমি রাছুলুল্লাহ ﷺ থেকেও বেশি পূণ্য বা মর্যাদা লাভ করতে চাইছো। আমি আল্লাহর (ﷻ) এ বাণী শুনেছি -

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ٥١

অর্থাৎ- যারা তাঁর আদেশের বিরোধিতা করে তারা যেন কঠিন মুসীবত অথবা ভয়ংকর শাস্তিকে ভয় করে”।^{১৬১৭}

হাফিজ ইছমা‘য়িলি رحمته الله বলেছেন যে, হাদীছ বিশেষজ্ঞ ‘উলামায়ে কিরামের দৃষ্টিতে বিদ‘আত ও পাপ কাজ থেকে সম্পূর্ণ রূপে দূরে থাকা, অন্যকে কষ্টদান থেকে বিরত থাকা এবং পরনিন্দা (গীবত) পরিহার করা অত্যাবশ্যিক। হ্যাঁ, তবে যদি কেউ কোন প্রকার বিদ‘আত এবং মনগড়া মতবাদ কিম্বা মনগড়া কোন কাজ আবিষ্কার বা প্রকাশ করে সেগুলোর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে থাকে, তাহলে তাঁর সমালোচনা করা যাবে এবং তা গীবতের পর্যায়ভুক্ত হবে না।^{১৮}

সূত্র:- ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রচিত এবং আল অলীদ ইবনু মুহাম্মাদ নুবাইহ ইবনে ছাইফুন নাস্ৰ এর ব্যাখ্যা সম্বলিত “উসুলুছ্ ছুন্নাহ”।

১৫. سورة النور - ৬৩

১৭. ছুরা আন নূর- ৬৩

১৭. এই বর্ণনাটি ইবনু ‘আব্দিল বার ‘জামে’ বয়ানুল ‘ইলম’ গ্রন্থে এবং ইবনু বাততাহ “আল ইবানাতুল কুবরা” গ্রন্থে গ্রহণযোগ্য ছন্দে বর্ণনা করেছেন

১৮. ই‘তিক্বাদু আয়িম্যাতিল হাদীছ, পৃষ্ঠা নং- ৭৮